ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৭০৮

ধর্মনগর,পানিসাগর,কাঞ্চনপুর,কৈলাসহর,কুমারঘাট,আমবাসা,
খোয়াই,তেলিয়ামুড়া,জিরানীয়া,বিশ্রামগঞ্জ,বিশালগড়,জম্পুইজলা,
সোনামুড়া,উদয়পুর,অমরপুর,করবুক,বিলোনীয়া,শান্তিরবাজার,
২৭ জানুয়ারি,২০২৪

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যে ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত

রাজ্যে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়েছে। রাজ্যের সবকটি জেলা সদর, মহকুমা সদর ও ব্লকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়। প্রভাতফেরির মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের সূচনা হয়। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রতিটি জেলা, মহকুমা ও ব্লক এলাকায় প্রীতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সংশোধনাগার, হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাসদর ধর্মনগরে ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ধর্মনগর বিবিআই ময়দানে। আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমাদের দেশ সবদিক দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য ১৩ জনকে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ, উত্তর জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া প্রমুখ। পানিসাগর মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি হয় পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয় প্রাঙ্গণে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাজ্যের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্য দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ আচার্য প্রমুখ। কাঞ্চনপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন প্রাঙ্গণে আয়োজিত মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কুচকাওয়াজে অংশ নেয় আরক্ষা বাহিনী, টিএসআর এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি স্বপ্নারাণী দাস, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ কে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রসিকেশ দেশাই প্রমুখ।

ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় স্টেডিয়ামে প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যবাসীর কল্যাণে রাজ্যের বর্তমান সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে চলেছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল ভোগ করছেন। তিনি সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, সহসভাধিপতি শ্যামল দাস, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক রাজীব দত্ত, পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গির, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার প্রমুখ। কুমারঘাট পূর্ত ময়দানে মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আরক্ষা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য শুভেন্দু দাস, কুমারঘাট পুরপরিষদের পারিষদগণ, মহকুমা শাসক সুব্রত কুমার দাস, এসডিপিও কমল দেববর্মা প্রমুখ।

ধলাই জেলার জেলাসদর আমবাসার দশমীঘাট মাঠে ধলাই জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের যে অগ্রগতি হচ্ছে তার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ভারতকে এক অনন্য মর্যাদার স্থানে বসিয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন গোপাল সূত্রধর, আমবাসা বিএসির চেয়ারম্যান পরিমল দেববর্মা, জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই প্রমুখ।

খোয়াই জেলার জেলাসদর খোয়াইয়ের বিমানবন্দর মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং প্যারেডে অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানীয় দলগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সহসভাধিপতি হরিশংকর পাল, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু ভট্টাচার্য, জেলাশাসক চাঁদনি চন্দ্রন, পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ, মহকুমার মহকুমা শাসক মেঘা জৈন প্রমুখ। তেলিয়ামুড়ায় দশমীঘাটস্থিত ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত মহকুমাভিত্তিক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়। তিনি সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং প্যারেডে অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানীয় দলগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সদাম্বিকা আর প্রমুখ।

জিরানীয়া মহকুমায় ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বীরেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ যেভাবে এগিয়ে চলেছে তা সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রি প্রসাদ দাস প্রমুখ।

৩-এর পাতায়

সিপাহীজলা জেলার জেলাসদর বিশ্রামগঞ্জে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, সরকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সমাজের সব অংশের মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি, পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি, অতিরিক্ত জেলাশাসক জয়ন্ত দে প্রমুখ। বিশালগড় মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি হয় বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, মহকুমার মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। জম্পুইজলা মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত মহকুমাভিত্তিক প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। তিনি আরক্ষা কর্মীদের সমবেত কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং বিজয়ী দলগুলির মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা বিএসির চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, জম্পুইজলা মহকুমার মহকুমা শাসক সুমিত কুমার পান্ডে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক স্নেহাশিস কুমার দাস, জম্পুইজলার বিডিও কমল দেববর্মা প্রমুখ। সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে মহকুমাভিত্তিক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন। তিনি আরক্ষা বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

গোমতী জেলার জেলাসদর উদয়পুরে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। উদয়পুরের কেবিআই স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। তিনি সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিন। দেশ এবং রাজ্যের মানুষের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নানা কর্মসূচি নিচ্ছে। এ সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ উন্নয়নের মানচিত্রে অনন্য নজির স্থাপন করছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা, পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা সুমিত লোধ প্রমুখ। অমরপুর মহকুমার চন্ডিবাড়ি সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত বীর শহীদ দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমা শাসক পার্থ দাস। অনুষ্ঠানে ১২টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দেশাত্মবোধক নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করে।

৪-এর পাতায়

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাসদর বিলোনীয়ায় ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, রাজ্যের জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে মহিলাদের উন্নয়নের দিকে সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, পুলিশ সুপার অশোক সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুব্রত রিয়াং প্রমুখ। শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। তিনি আরক্ষা বাহিনী এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, মহকুমা শাসক ড. জি শরৎ নায়েক প্রমুখ।

*****